অধ্যায় ০১

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

আলোচ্য বিষয়

▸ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ▸ ইমান এর পরিচয় ▸ ইবাদাতের পরিচয় ▸ ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয় ▸ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ▸ সালাতের গুরুত্ব ▸ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ▸ সানা ও তাসবিহ ▸ রুকু ও সিজদাহর তাসবিহ ▸ সূরা আল-ফালাক ▸ সূরা আন্-নাস ▸ কুরআন তিলাওয়াত ▸ নুক্তাসহ বর্ণ ও নুক্তাবিহীন বর্ণ ▸ হরকত ▸ আসমানি কিতাব ▸ পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান।

অধ্যায়ের মূলকথা

আমাদের দেখা এ পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে বিশাল সৃষ্টিজগৎ। আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। তাঁর নির্দেশে নির্ধারিত নিয়মে সৃষ্টিজগৎ চলে। সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি।

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। আমরা আল্লাহ্র নির্দেশিত নিয়মে ইবাদাত করি। আমরা ইবাদাত করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

ইবাদাতের উদ্দেশ্যে ওজু ও গোসলের মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি এবং পবিত্রতা অর্জন করি. পবিত্রতা অর্জন করে নির্ধারিত নিয়ম মেনে সালাত আদায় করি এবং অন্যান্য ইবাদাত করি।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

১.১ সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে পারা।

১.২ মহান আল্লাহকে ভালোবেসে ইবাদাত অনুশীলন করতে পারা।

১.৩ কুরআন মাজিদ সহিহ্ করে তিলাওয়াত করতে পারা।

১.৪ আসমানি কিতাব সম্পর্কে জেনে জীবন নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।

অধ্যায়ের শিখনফল

- মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানবে এবং সৃষ্টি রহস্য উপলব্ধি করবে।
- ইমান, ইবাদাত, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সালাতের নিয়মকানুন, সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে।
- নিয়ম মেনে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে এবং পবিত্রতা অর্জনে উৎসাহিত হবে।
- ইবাদাতের গুরুত্ব জেনে ইবাদাত করতে উৎসাহিত হবে।
- কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম জানবে এবং নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহিত হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিখনযোগ্যতা অর্জনোপযোগী পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি ও গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্নোত্তর এ অংশে দেওয়া হলো। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও নির্দেশনার আলোকে প্রণীত পাঠগুলো তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

পাঠ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব

একক কাজ **(ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১-৩) পড়ি ও ভাবি। নিচের ডান ও বাম পাশের তথ্যগুলো দাগ টেনে মিল করি। কাজটি একাকী করি।**

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৩

পাঠ্যবইয়ের ছক :

পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে	কক্ষপথে চলে
আকাশ, বাতাস, মাটি ও পানির সৃষ্টিকর্তা	এর পরিচালনার ব্যবস্থাও করেছেন
চাঁদ, সূর্য, তারকা তাদের নির্দিষ্ট	মহান আল্লাহর নির্দেশে
মহান আল্লাহ মহাজগৎকে সৃষ্টি করে	বিশাল সৃষ্টিজগৎ
পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন হয়	মহান আল্লাহ
সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে	আমরা মহান আল্লাহ অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি

উত্তর :

পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে	কক্ষপথে চলে
আকাশ, বাতাস, মাটি ও পানির সৃষ্টিকর্তা	এর পরিচালনার ব্যবস্থাও করেছেন
চাঁদ, সূর্য, তারকা তাদের নির্দিষ্ট	মহান আল্লাহর নির্দেশে
মহান আল্লাহ মহাজগৎকে সৃষ্টি করে	বিশাল সৃষ্টিজগৎ
পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন হয়	মহান আল্লাহ
সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে	আমরা মহান আল্লাহ অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি

জোড়ায় কাজ **(খ) শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাই। কাজটি জোড়ায় করি।**

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৪

১. আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সূর্য, গাছ-পালা সৃষ্টি করেছেন —।
২. আকাশ, চাঁদ, তারকা, সূর্য ইত্যাদি নির্দিষ্ট — চলে।
৩. সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করে আমরা আল্লাহর — সম্পর্কে জানতে পারি।
৪. মহান আল্লাহর ওপর আমাদের ইমান ও বিশ্বাস — করতে পারি।
৫. মহান আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর — অনুশীলন করতে পারি।

উত্তরমালা :

১. মহান আল্লাহ;
২. কক্ষপথে;
৩. অস্তিত্ব;
৪. সুদৃঢ়;
৫. ইবাদাত।

দলগত কাজ **(গ) নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয় প্রকৃতির এমন ৫টি বস্তুর তালিকা করি। নিচের ফুলের মধ্যে নামগুলো লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।**

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৪

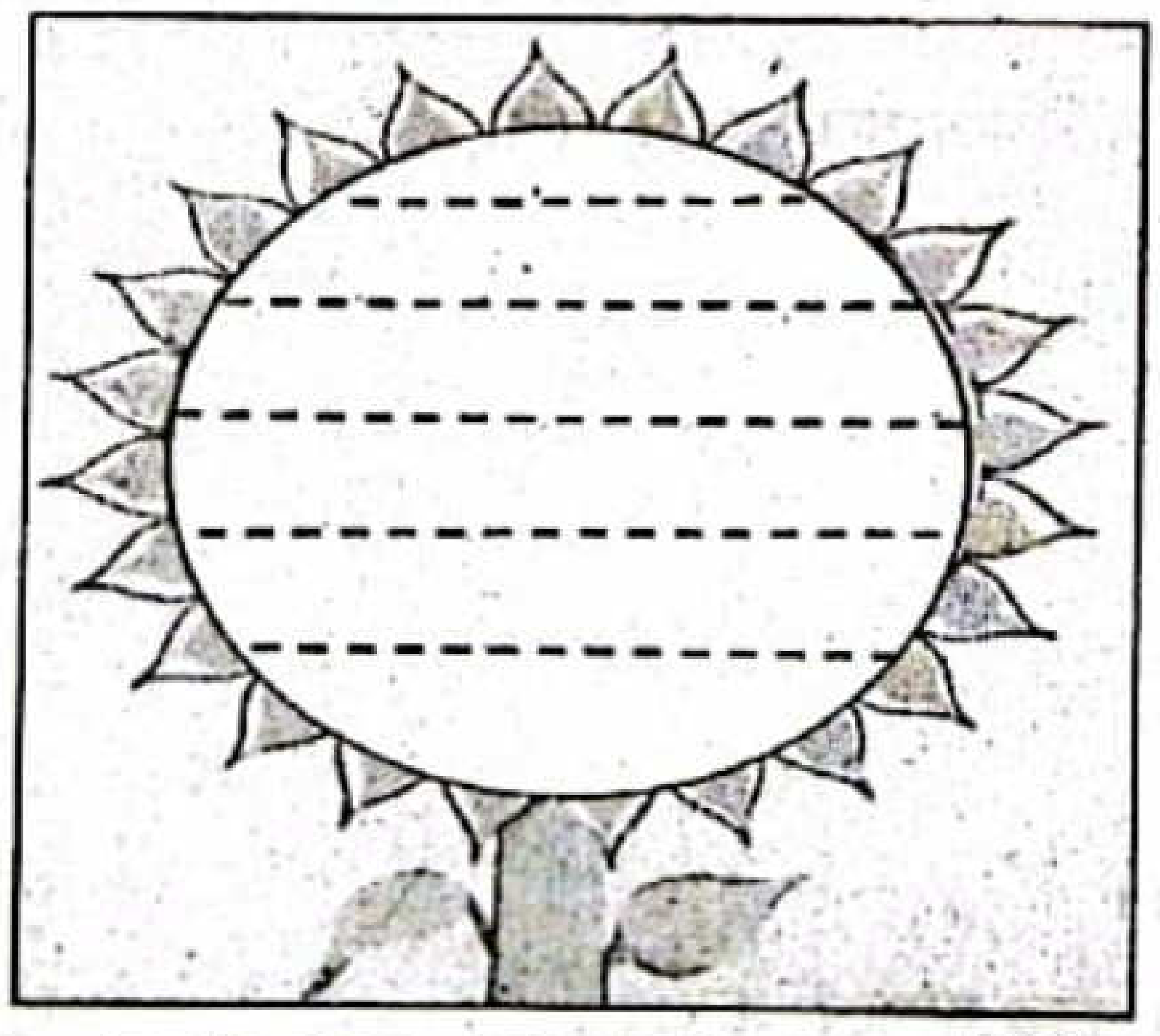

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয় প্রকৃতির এমন ৫টি বস্তুর তালিকা একটি ফুলের মধ্যে তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তালিকাটি পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

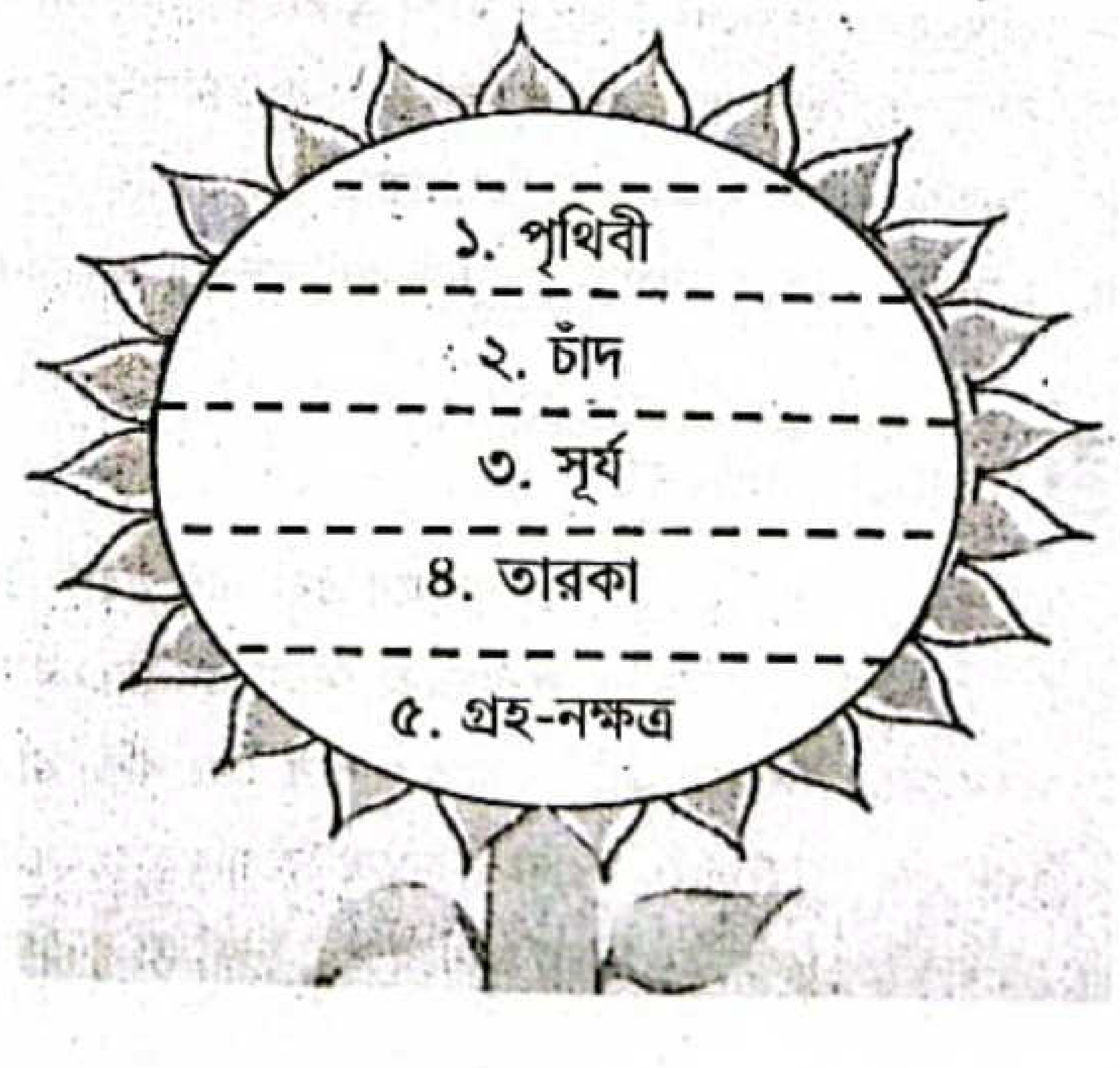

পাঠ ইমান এর পরিচয় ও ইমানে মুজমাল

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫)পড়ি। নিচে দেওয়া ইমানের মূল বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি একাকী করি।

(১) ভাগ্যের ভালো-মন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি বিশ্বাস (২) আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (৩) আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস (৪) ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস (৫) মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (৬) নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস (৭) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬

মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

নির্দেশনা : প্রদত্ত বিষয়বস্তু থেকে ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে তালিকাটি পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

- মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
- ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস
- আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস
- নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস
- আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস
- ভাগ্যের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি বিশ্বাস
- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

জোড়ায় কাজ (খ) ইমানদার ব্যক্তির ৫টি ভালো কাজের তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭

নির্দেশনা : জোড়ায় বসে ইমানদার ব্যক্তির ৫টি ভালো কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তালিকাটি পূরণ করে করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

কাজ (গ) ইমানে মুজমাল পড়ি ও বলি। সঠিক শব্দ দিয়ে নিচের শূন্যস্থান পূরণ করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭

প্রশ্ন : আমানতু — কামা হুয়া বি আস্মায়িহী ওয়া — ওয়া ক্বাবিল্তু জামিয়া — ওয়া —।

অর্থ : আমি মহান আল্লাহর ওপর — করলাম যেভাবে তিনি — তাঁর নামসমূহে ও —। আমি তাঁর সব আদেশ ও — মেনে নিলাম।

উত্তর : আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বি আস্মায়িহী ওয়া ছিফাতিহী ওয়া ক্বাবিল্তু জামিয়া আহ্কামিহী ওয়া আরকানিহী।

অর্থ : আমি মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম যেভাবে তিনি আছেন তাঁর নামসমূহে ও গুণাবলিতে। আমি তাঁর সব আদেশ ও নিষেধসমুহ মেনে নিলাম।

পাঠ ইবাদাতের পরিচয় ও ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮)পড়ি। ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের নাম ধারাবাহিকভাবে লিখে নিচের খালি ঘরগুলো পূরণ করি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৯

নির্দেশনা : ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের নাম ছকে লিখবে।

উত্তর : ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয় দিয়ে ছক পূরণ করা হলো-

জোড়ায় কাজ (খ) ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের নাম অর্থসহ বলি এবং ডান পাশ থেকে অর্থ খুঁজে বের করি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৯

পাঠ্যবইয়ের ছক :

ইমান	দু'আ করা
সালাত	পবিত্র করা
সাওম	ইচ্ছা বা সংকল্প করা
হজ্জ	বিরত থাকা
জাকাত	বিশ্বাস

উত্তর :

ইমান	---→	বিশ্বাস
সালাত	---→	দু'আ করা
সাওম	---→	বিরত থাকা
হজ্জ	---→	ইচ্ছা বা সংকল্প করা
জাকাত	---→	পবিত্র করা

দলগত কাজ (গ) পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের বাইরের পাঁচটি ইবাদাতের নাম লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৯

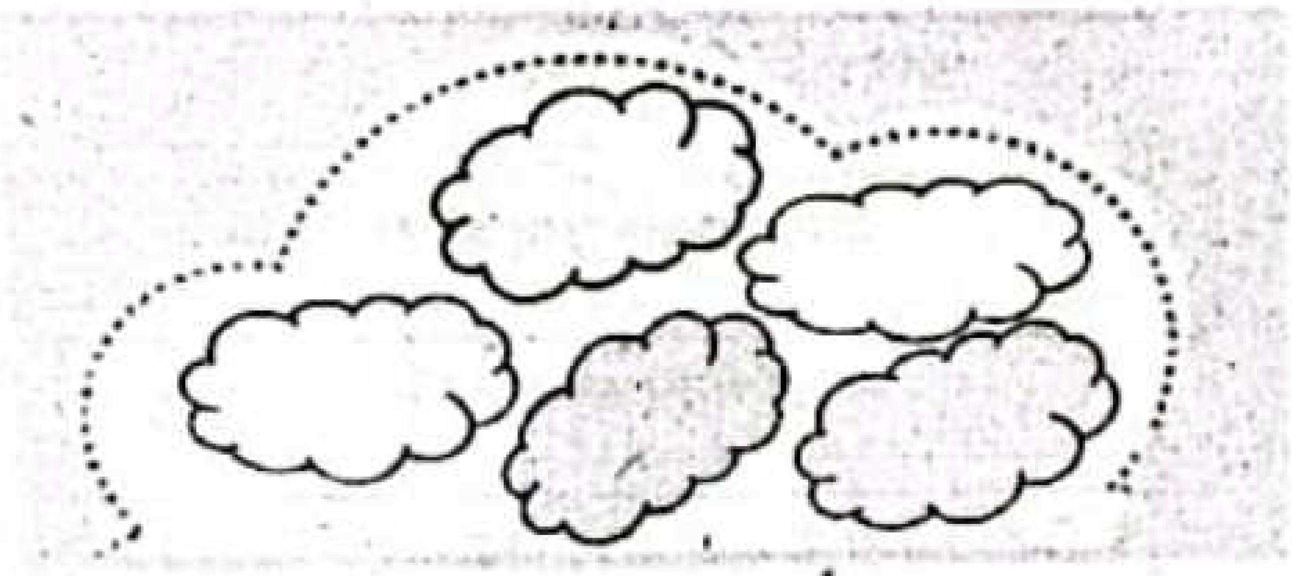

নির্দেশনা: দলগতভাবে আলোচনা করে ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের বাইরের পাঁচটি ইবাদাতের নাম লিখবে।

উত্তর : ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের বাইরের পাঁচটি ইবাদাতের নাম দিয়ে ছকটি পূরণ করা হলো-

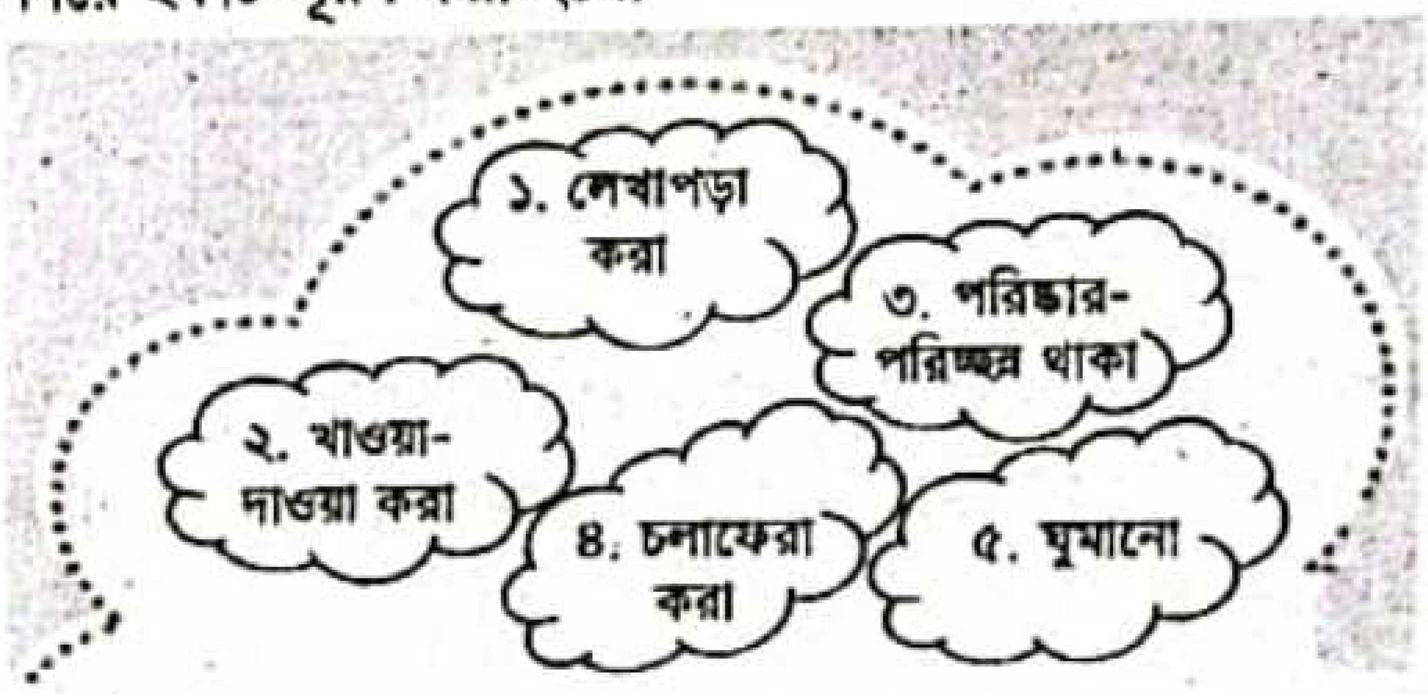

পাঠ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০-১১) পড়ি। নিচের কাজগুলোর মধ্যে ওজু ও গোসলের প্রধান কাজগুলো আলাদা করি। কাজটি একাকী করি।

(১) হাত ধোয়া (২) কুলি করা (৩) নাকে পানি দেওয়া (৪) মুখমন্ডল ধোয়া (৫) মাথা মাসেহ করা (৬) পা ধোয়া (৭) সারা শরীর ধোয়া ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১১

পাঠ্যবইয়ের ছক :

ওজুর কাজ ⇒ ☐ ⇒ ☐ ⇒ ☐ ⇒ ☐

গোসলের কাজ ⇒ ☐ ⇒ ☐ ⇒ ☐

উত্তর :

ওজুর কাজ ⇒ হাত ধোয়া ⇒ মুখমন্ডল ধোয়া ⇒ মাথা মাসেহ করা ⇒ পা ধোয়া

গোসলের কাজ ⇒ কুলি করা ⇒ নাকে পানি দেওয়া ⇒ সারা শরীর ধোয়া

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০-১১) পড়ি। ওজু ও গোসলের প্রধান কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাই ও ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১২

পাঠ্যবইয়ের ছক :

ওজুর প্রধান কাজ			
১	২	৩	৪

গোসলের প্রধান কাজ		
১	২	৩

নির্দেশনা: পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত বিষয়বস্তু দেখে ওজু ও গোসলের কাজগুলো সম্পর্কে প্রথমে জেনে নিবে। এরপর ওজু ও গোসলের প্রধান কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখবে।

শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় ওজু ও গোসল সম্পর্কে ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে চিত্রসহ উত্তর করে দেওয়া হলো।

উত্তর : ওজুর প্রধান কাজ

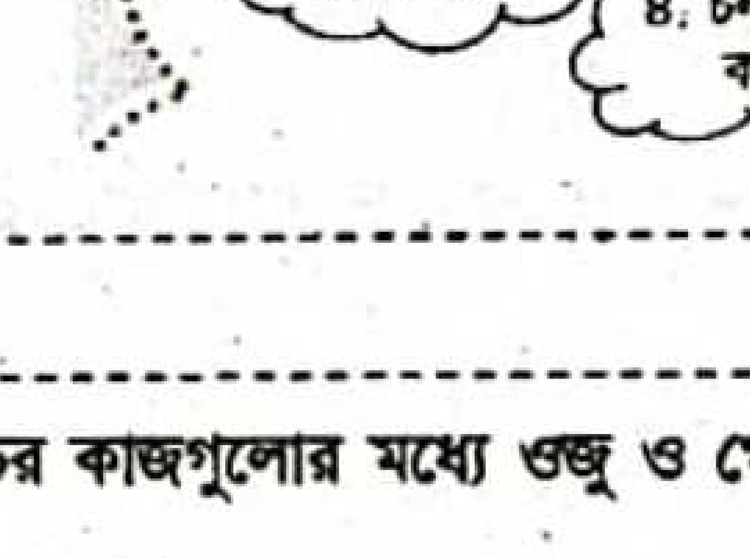

মুখমন্ডল ধৌত করা

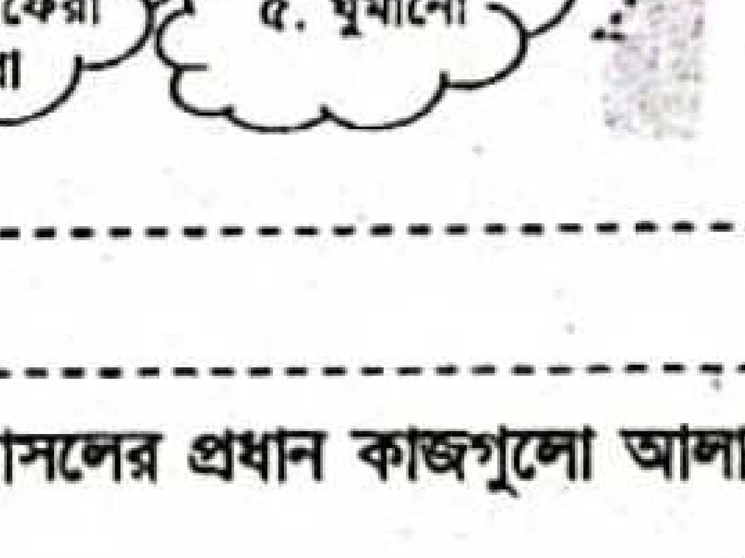

কনুইসহ হাত ধৌত করা

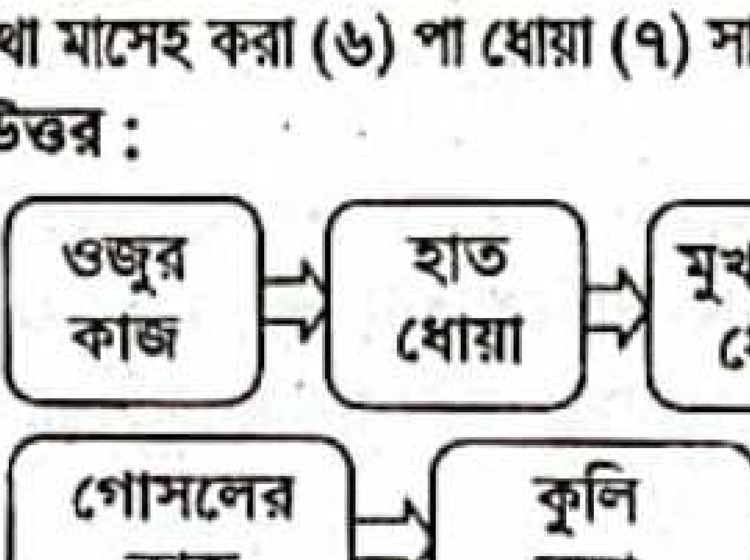

মাথা মাসেহ করা

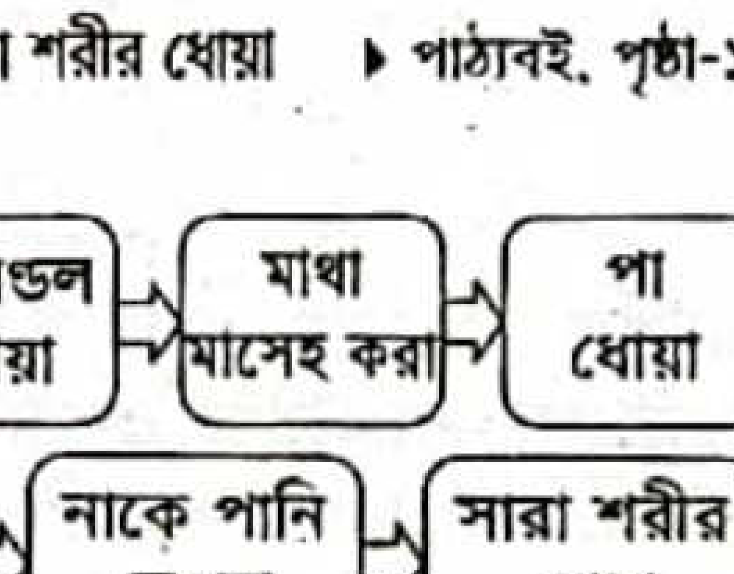

পা (টাখনু পর্যন্ত) ধৌত করা

গোসলের প্রধান কাজ

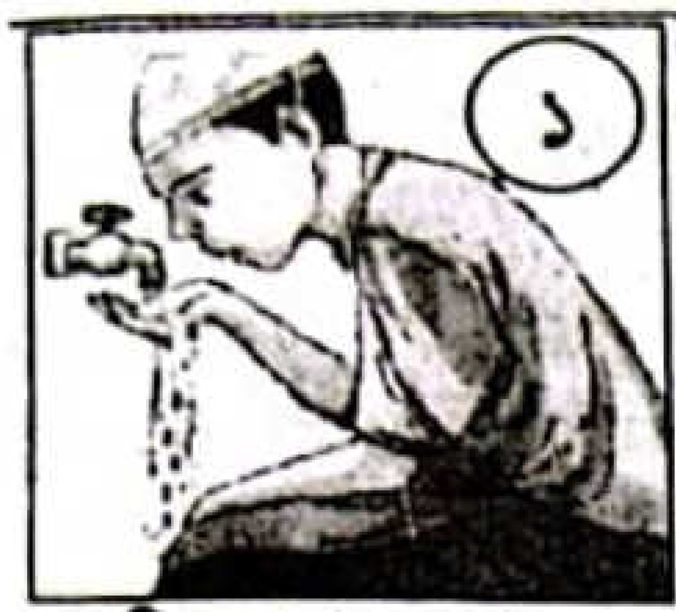

কুলি করা (গড়গড়াসহ)

নাঁকে (নরম জায়গায়) পানি দেওয়া

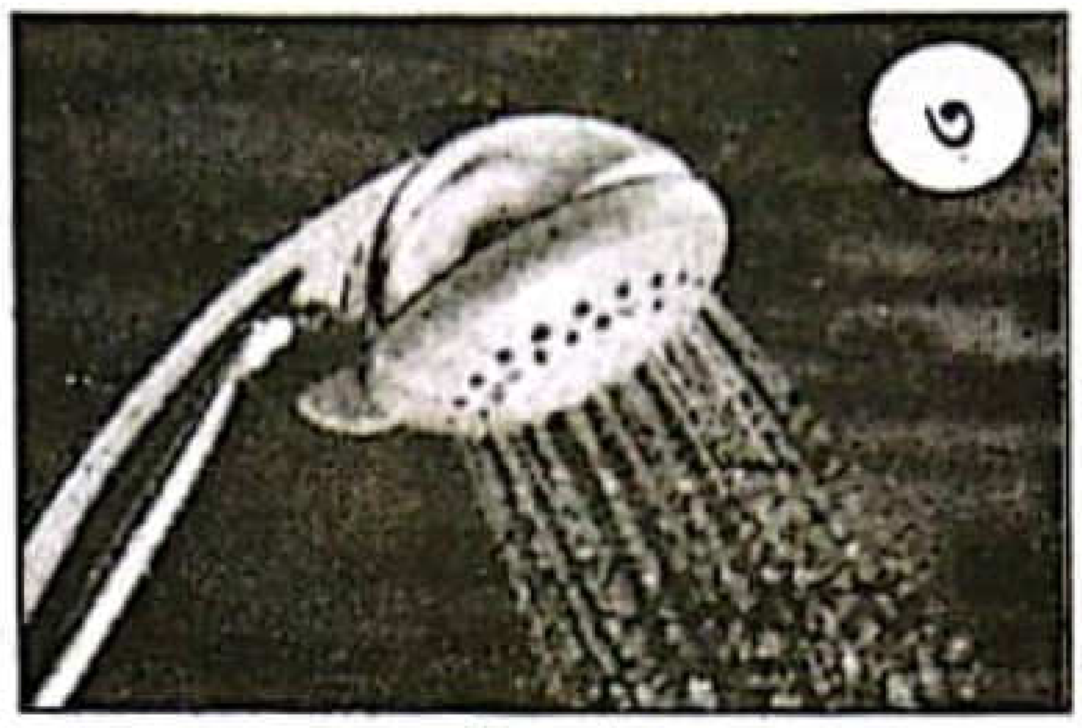

সমস্ত শরীর ধৌত করা

জোড়ায় কাজ (খ) দৈনন্দিন জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য যেসব কাজ করব জোড়ায় আলোচনা করে তার একটি তালিকা তৈরি করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১২

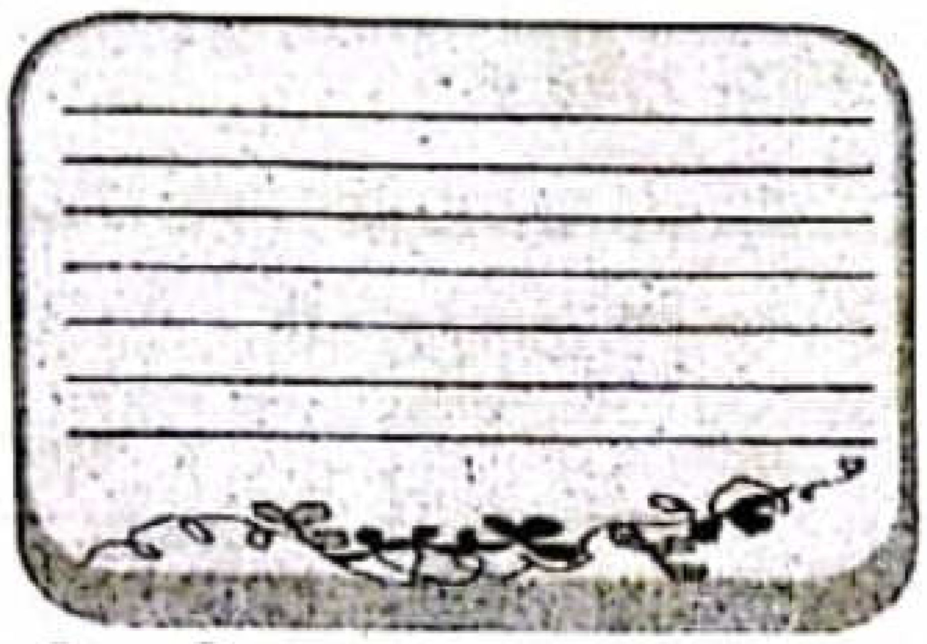

নির্দেশনা : দৈনন্দিন জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য যেসব কাজ করবে সে সম্পর্কে জোড়ায় আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তালিকাটি পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

১. প্রতিদিন সকালে ও রাতে দাঁত মাজব।
২. নিয়মিত হাত-পায়ের নখ কাটব।
৩. চুল বড়ো হলে কেটে ছোটো করব।
৪. পেশাব-পায়খানা, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ধুয়ে পরিষ্কার করব।
৫. কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করব।
৬. ঘরবাড়ি, বাড়ির চারপাশ, স্কুল, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

পাঠ সালাতের গুরুত্ব ও পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩) পড়ি। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাই। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৪

মুসলমানগণ প্রতিদিন — ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। নামাজকে আরবিতে — বলে। সালাত অর্থ —। ইমানের পর সালাতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ —। প্রতিদিন নির্দিষ্ট — ও — সালাত আদায় করতে হয়। সালাতে — ও — পড়তে হয়। সালাতের আগে — করতে হয়।

উত্তর : মুসলমানগণ প্রতিদিন <u>পাঁচ</u> ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। নামাজকে আরবিতে <u>সালাত</u> বলে। সালাত অর্থ <u>দু'আ</u>। ইমানের পর সালাতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ <u>ইবাদাত</u>। প্রতিদিন নির্দিষ্ট <u>সময়ে</u> ও <u>নিয়মে</u> সালাত আদায় করতে হয়। সালাতে <u>সানা</u> ও <u>কেরাত</u> পড়তে হয়। সালাতের আগে <u>ওজু</u> করতে হয়।

জোড়ায় কাজ (খ) সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করে ৫টি বাক্য লিখি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৪

১
২
৩
৪
৫

উত্তর :

১. সালাতের মাধ্যমে শৃঙ্খলা শেখা যায়।
২. সালাতের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়।
৩. সালাতের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।
৪. সালাতের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায়।
৫. সালাত মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

দলগত কাজ (গ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বলি ও সময় অনুসারে ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি দলগতভাবে করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৪

উত্তর :

পাঠ সানা ও তাসবিহ্

একক কাজ (ক) সানা সরবে পড়ি। নিচে দেওয়া সানার বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি একাকী করি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৬

ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা। ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা।

উত্তর : সঠিক ও নির্ভুলভাবে সানা পড়ার জন্য বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে কাজটি পূরণ করে দেওয়া হলো।

সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া
তাবারাকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা।
ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

জোড়ায় কাজ (খ) সানা পড়ি। সঠিক অর্থ চিহ্নিত করি এবং দাগ টেনে মিলাই। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৬

সানা	বাংলা অর্থ
সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা	তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।
ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা	হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি।
ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা	তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়। তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ।

উত্তর :

সানা	বাংলা অর্থ
সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা	তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।
ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা	হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি।
ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা	তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়। তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ।

একক কাজ (গ) রুকুর তাসবিহ্ সরবে পড়ি। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৭

সুবহানা — আযীম। অর্থ : আমার সুমহান প্রতিপালকের — ঘোষণা করছি।

উত্তর : সুবহানা <u>রাব্বিয়াল</u> আযীম। অর্থ : আমার সুমহান প্রতিপালকের <u>পবিত্রতা</u> ঘোষণা করছি।

একক কাজ (ঘ) রুকু ও সিজদাহ্র তাসবিহ্ পড়ি। নিচের বাক্স থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে সিজদাহ্র তাসবিহ্ লিখি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৭

সিজদাহ্র তাসবিহ্ : সুবহানা রাব্বিয়াল —— [আযীম / আ'লা]

উত্তর : সিজদাহ্র তাসবিহ হলো– সুবহানা রাব্বিয়াল <u>আ'লা</u>।

পাঠ সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস

একক কাজ (ক) সূরা আল-ফালাক সরবে পড়ি। নিচে দেওয়া সূরা আল-ফালাকের বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি একাকী করি।
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৮

ওয়া মিন্ শার্রিন্ নাফ্ফাসাতি ফিল্ উকাদ্। কুল আউজু বিরাব্বিল্ ফালাক। ওয়া মিন্ শার্রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ। ওয়া মিন্ শার্রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব্। মিন্ শার্রি মা খালাক্।

উত্তর :

কুল আউজু বিরাব্বিল্ ফালাক। মিন্ শাররি মা
খালাক্। ওয়া মিন্ শাররি গাসিকিন্ ইযা
ওয়াকাব্। ওয়া মিন্ শাররিন নাফ্ফাসাতি ফিল্
উকাদ্। ওয়া মিন শাররি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ।

জোড়ায় কাজ (খ) সূরা আল-ফালাক সরবে পড়ি। সঠিক অর্থ চিহ্নিত করি এবং দাগ টেনে মিলাই। কাজটি জোড়ায় করি।

▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১৮

সূরা আল-ফালাক	বাংলা অর্থ
কুল আউজু বিরাব্বিল্ ফালাক	তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।
মিন্ শার্‌রি মা খালাক্	এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তার অনিষ্ট হতে।
ওয়া মিন্ শার্‌রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব্	এবং গিরায় ফুঁ দেয় যে সকল নারী তাদের অনিষ্ট হতে।
ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাতি ফিল্ উকাদ্	এবং আঁধার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।
ওয়া মিন্ শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ	(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি ভোরের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

উত্তর :

সূরা আল-ফালাক	বাংলা অর্থ
কুল আউজু বিরাব্বিল্ ফালাক	তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।
মিন্ শার্‌রি মা খালাক্	এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তার অনিষ্ট হতে।
ওয়া মিন্ শার্‌রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব্	এবং গিরায় ফুঁ দেয় যে সকল নারী তাদের অনিষ্ট হতে।
ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাতি ফিল্ উকাদ্	এবং আঁধার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।
ওয়া মিন্ শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ	(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি ভোরের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

একক কাজ (ক) সূরা আন-নাস সরবে পড়ি। নিচে দেওয়া সূরা আন-নাসের বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাই। কাজটি একাকী করি।

▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২০

মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস্। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ নাস। মালিকিন্ নাস। আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়িসু ফী সুদূরিন্ নাস। কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস। ইলাহিন্ নাস।

উত্তর :

- কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস।
- মালিকিন্ নাস।
- ইলাহিন্ নাস।
- মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস্।
- আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়িসু ফী সুদূরিন্ নাস।
- মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ নাস।

জোড়ায় কাজ (খ) সূরা আন-নাস সরবে পড়ি। সঠিক অর্থ চিহ্নিত করি এবং দাগ টেনে মিলাই। কাজটি জোড়ায় করি।

▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২০

সূরা আন-নাস	বাংলা অর্থ
কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস	আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে।
মালিকিন্ নাস্	জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।
ইলাহিন্ নাস	যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।
মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস্	মানুষের অধিপতির কাছে।
আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়িসু ফী সুদূরিন্ নাস	(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি মানুষের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ নাস	মানুষের ইলাহের কাছে।

উত্তর :

সূরা আন-নাস	বাংলা অর্থ
কুল আউজু বিরাব্বিন্ নাস	আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে।
মালিকিন্ নাস্	জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।
ইলাহিন্ নাস	যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।
মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস্	মানুষের অধিপতির কাছে।
আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়িসু ফী সুদূরিন্ নাস	(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি মানুষের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ নাস	মানুষের ইলাহের কাছে।

পাঠ কুরআন তিলাওয়াত ও আরবি বর্ণমালার পরিচয়

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২১) পড়ি। নিচের চার্টে দেওয়া বর্ণগুলোর বাংলা উচ্চারণ লিখে বর্ণ শনাক্ত করি। কাজটি একাকী করি।

শিক্ষক সহায়িকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২২

পাঠ্যবইয়ের ছক :

হরফ	বাংলা উচ্চারণ	হরফ	বাংলা উচ্চারণ
م		ط	
ب		ظ	
غ		ع	
ف		ث	
ج		ص	
ن		ق	
خ		ز	
ك		ل	
ذ		ي	
ض		ش	

উত্তর:

হরফ	বাংলা উচ্চারণ	হরফ	বাংলা উচ্চারণ
م	মীম	ط	ত্বায়
ب	বা	ظ	যোয়া
غ	গাইন	ع	আইন
ف	ফা	ث	ছা
ج	জিম	ص	ছোয়াদ
ن	নূন	ق	ক্বাফ
خ	খা	ز	যা
ك	কাফ	ل	লাম
ذ	যাল	ي	ইয়া
ض	দোয়াদ	ش	শীন

জোড়ায় কাজ (খ) খালি ঘরে সঠিক বর্ণ লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৩

এলোমেলো বর্ণ :

ح		ث		ب	ا
س		ر	ذ		خ
ع	ظ		ض		ش
م		ك	ق		غ
ي			ه		ن

উত্তর :

ح	ج	ث	ت	ب	ا
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
ي		ء	ه	و	ن

দলগত কাজ (গ) নিচের এলোমেলোভাবে লেখা বর্ণগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৩

এলোমেলো বর্ণ :

ح	ل	ه	ص	ز	ك
س	ب	ن	ذ	ء	م
ث	ظ	ف	ض	ج	ي
ر	خ	ا	ق	ط	غ
ش		د	ع	و	ت

উত্তর : এলোমেলো বর্ণগুলো নিচে সাজিয়ে লেখা হলো-

ح	ج	ث	ت	ب	ا
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
ي		ء	ه	و	ن

দলগত কাজ (ঘ) নুক্তাসহ ও নুক্তাবিহীন বর্ণগুলো আলাদা করে বলি ও নিচের চার্টে লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৩

পাঠ্যবইয়ের ছক :

নুক্তাযুক্ত হরফ					নুক্তাবিহীন হরফ					

উত্তর :

নুক্তাযুক্ত হরফ					নুক্তাবিহীন হরফ					
خ	ج	ث	ت	ب	ص	س	ر	د	ح	ا
ظ	ض	ش	ز	ذ	و	م	ل	ك	ع	ط
ي	ن	ق	ف	غ					ء	ه

পাঠ হরকত

কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২৪) পড়ি ও তিনটি হরকত কী কী তা বলি। যবরযুক্ত (—َ—) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৪

পাঠ্যবইয়ের ছক :

دَ	خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
طَ	ضَ	صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ
مَ	لَ	كَ	قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ
			يَ	ءَ	هَ	وَ	نَ

নির্দেশনা : আরবি ভাষার তিনটি হরকতের নাম বলবে এবং প্রদত্ত চার্ট দেখে যবরযুক্ত (—َ—) হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে চার্টটি পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর : আরবি ভাষায় হরকত তিনটি। যথা : যবর (—َ—), যের (—ِ—) ও পেশ (—ُ—)। হরফের উপর যবর (—َ—) দিলে আ'কার এর মতো উচ্চারণ হয়।

دَ	خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
দা	খা	হা	জা	ছা	তা	বা	আ
طَ	ضَ	صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ
ত্বা	দা	সা	শা	সা	যা	রা	যা
مَ	لَ	كَ	قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ
মা	লা	কা	ক্বা	ফা	গা	আ	যা
			يَ	ءَ	هَ	وَ	نَ
			ইয়া	আ	হা	ওয়া	না

কাজ (খ) যেরযুক্ত (—ِ) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৫

دِ	خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
طِ	ضِ	صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ
مِ	لِ	كِ	قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ
			يِ	ءِ	هِ	وِ	نِ

নির্দেশনা : প্রদত্ত চার্টের যেরযুক্ত (—ِ) হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে চার্টটি পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর : হরফের নিচে যের (—ِ) দিলে ই'কার এর মতো উচ্চারণ হয়।

دِ	خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
দি	খি	হি	জি	ছি	তি	বি	ই
طِ	ضِ	صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ
ত্বি	দি	সি	শি	সি	যি	রি	যি
مِ	لِ	كِ	قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ
মি	লি	কি	ক্বি	ফি	গি	ই	যি
			يِ	ءِ	هِ	وِ	نِ
			ই	ই	হি	উই	নি

কাজ (গ) পেশযুক্ত (—ُ—) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৫

دُ	خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	اُ
طُ	ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ
مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ
			يُ	ءُ	هُ	وُ	نُ

নির্দেশনা : প্রদত্ত চার্টের পেশযুক্ত (—ُ—) হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর : হরফের উপর পেশ (—ُ—) দিলে উ'কার এর মতো উচ্চারণ হয়।

دُ	خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	اُ
দু	খু	হু	জু	ছু	তু	বু	উ
طُ	ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ
ত্বু	দু	সু	শু	সু	যু	রু	যু
مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ
মু	লু	কু	ক্বু	ফু	গু	উ	যু
			يُ	ءُ	هُ	وُ	نُ
			ইউ	উ	হু	উ	নু

দলগত কাজ (ঘ) একই হরফে তিনটি হরকত যের, যবর ও পেশ দিয়ে (ـَ, ـِ, ـُ) উচ্চারণের অনুশীলন করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৬

اَ اِ اُ — طَ طِ طُ
بَ بِ بُ — ظَ ظِ ظُ
تَ تِ تُ — عَ عِ عُ
ثَ ثِ ثُ — غَ غِ غُ
جَ جِ جُ — فَ فِ فُ
حَ حِ حُ — قَ قِ قُ
خَ خِ خُ — كَ كِ كُ
دَ دِ دُ — لَ لِ لُ
ذَ ذِ ذُ — مَ مِ مُ
رَ رِ رُ — نَ نِ نُ
زَ زِ زُ — وَ وِ وُ
سَ سِ سُ — هَ هِ هُ
شَ شِ شُ — ءَ ءِ ءُ
صَ صِ صُ — يَ يِ يُ
ضَ ضِ ضُ

উত্তর :

اَ اِ اُ	اَ	আ	طَ طِ طُ	طَ	ত্বা
	اِ	ই		طِ	ত্বি
	اُ	উ		طُ	ত্বু
بَ بِ بُ	بَ	বা	ظَ ظِ ظُ	ظَ	যা
	بِ	বি		ظِ	যি
	بُ	বু		ظُ	যু
تَ تِ تُ	تَ	তা	عَ عِ عُ	عَ	আ
	تِ	তি		عِ	ই
	تُ	তু		عُ	উ
ثَ ثِ ثُ	ثَ	ছা	غَ غِ غُ	غَ	গা
	ثِ	ছি		غِ	গি
	ثُ	ছু		غُ	গু
جَ جِ جُ	جَ	জা	فَ فِ فُ	فَ	ফা
	جِ	জি		فِ	ফি
	جُ	জু		فُ	ফু
حَ حِ حُ	حَ	হা	قَ قِ قُ	قَ	ক্বা
	حِ	হি		قِ	ক্বি
	حُ	হু		قُ	ক্বু
خَ خِ خُ	خَ	খা	كَ كِ كُ	كَ	কা
	خِ	খি		كِ	কি
	خُ	খু		كُ	কু

دَ دِ دُ	دَ	দা	لَ لِ لُ	لَ	লা
	دِ	দি		لِ	লি
	دُ	দু		لُ	লু
ذَ ذِ ذُ	ذَ	যা	مَ مِ مُ	مَ	মা
	ذِ	যি		مِ	মি
	ذُ	যু		مُ	মু
رَ رِ رُ	رَ	রা	نَ نِ نُ	نَ	না
	رِ	রি		نِ	নি
	رُ	রু		نُ	নু
زَ زِ زُ	زَ	যা	وَ وِ وُ	وَ	ওয়া
	زِ	যি		وِ	উই
	زُ	যু		وُ	উ
سَ سِ سُ	سَ	সা	هَ هِ هُ	هَ	হা
	سِ	সি		هِ	হি
	سُ	সু		هُ	হু
شَ شِ شُ	شَ	শা	ءَ ءِ ءُ	ءَ	আ
	شِ	শি		ءِ	ই
	شُ	শু		ءُ	উ
صَ صِ صُ	صَ	সা	يَ يِ يُ	يَ	ইয়া
	صِ	সি		يِ	ই
	صُ	সু		يُ	ইউ
ضَ ضِ ضُ	ضَ	দা			
	ضِ	দি			
	ضُ	দু			

পাঠ ৫ আসমানি কিতাব

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২৬) পড়ি। রাসূলগণের ওপর নাজিল হওয়া চারটি আসমানি কিতাবের তালিকা তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৭

উত্তর :

- তাওরাত
- যাবুর
- ইনজিল
- আল-কুরআন

জোড়ায় কাজ (খ) আসমানি কিতাব ও রাসূলগণের নামের মিল করি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৭

চারজন নবির নাম
হজরত মূসা (আ.)
হজরত দাউদ (আ.)
হজরত ঈসা (আ.)
হজরত মুহাম্মদ (স.)

আসমানি কিতাব
আল্-কুরআন
ইন্জিল
যাবুর
তাওরাত

উত্তর :

চারজন নবির নাম
হজরত মূসা (আ.)
হজরত দাউদ (আ.)
হজরত ঈসা (আ.)
হজরত মুহাম্মদ (স.)

আসমানি কিতাব
আল্-কুরআন
ইন্জিল
যাবুর
তাওরাত

দলগত কাজ (গ) কোন নবির ওপর কয়খানা সহিফা নাজিল হয়েছিল তার সংখ্যা লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৭

পাঠ্যবইয়ের ছক :

নবিগণের নাম	সহিফার সংখ্যা
হজরত আদম (আ.)	
হজরত শিস (আ.)	
হজরত ইব্রাহিম (আ.)	
হজরত ইদ্রিস (আ.)	

উত্তর :

নবিগণের নাম	সহিফার সংখ্যা
হজরত আদম (আ.)	১০ খানা
হজরত শিস (আ.)	৫০ খানা
হজরত ইব্রাহিম (আ.)	১০ খানা
হজরত ইদ্রিস (আ.)	৩০ খানা

পাঠ পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২৮) পড়ি ও ভাবি। পবিত্র কুরআন যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এ সম্পর্কে বর্ণনা করে পাঁচটি বাক্য লিখি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৯

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে পবিত্র কুরআন যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে পাঁচটি বাক্য তৈরি করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

১. পবিত্র কুরআনে আমাদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধিবিধান রয়েছে।

২. আমরা কীভাবে চলব, কী কাজ করব, কী কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন সবকিছুই পবিত্র কুরআনে রয়েছে।

৩. আমরা কীভাবে ইবাদাত করব তা পবিত্র কুরআনে রয়েছে।

৪. কীভাবে ভালো কাজ করব ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব তা পবিত্র কুরআনে রয়েছে।

৫. পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমরা কীরূপ আচরণ করব তা পবিত্র কুরআনে রয়েছে।

জোড়ায় কাজ (খ) পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে পাঁচটি করে করণীয় ও বর্জনীয় কাজের একটি চার্ট তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২৯

	পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে করণীয় কাজ	পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে বর্জনীয় কাজ
১		
২		
৩		
৪		
৫		

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু থেকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে করণীয় ও বর্জনীয় কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে করণীয় ও বর্জনীয় কাজের চার্ট তৈরি করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

	পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে করণীয় কাজ	পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে বর্জনীয় কাজ
১	সদা সত্য কথা বলব	অন্যকে কষ্ট দেব না
২	মাতা-পিতা ও বড়োদের শ্রদ্ধা করব	মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব
৩	ছোটোদের স্নেহ করব	হিংসা, অহংকার ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো থেকে দূরে থাকব
৪	সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলব	ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও মারামারি করব না
৫	অন্যের উপকার করব	চুরি, ডাকাতি করব না

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

পাঠ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমাদের চারপাশের পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতে কী কী সৃষ্টি রয়েছে?

উত্তর : আমাদের চারপাশের পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতের নানারকমের গাছপালা, ফুলফল ও পশুপাখি, আকাশ, সূর্য, চাঁদ, মাটি, পানি ইত্যাদির সৃষ্টি রয়েছে।

প্রশ্ন ২। কে এসব সৃষ্টি করেছেন বলে তোমার মনে হয়?

উত্তর : মহান আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন ৩। পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদ নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। কে এসব নির্দিষ্ট নিয়মের সৃষ্টিকর্তা বলে তোমার মনে হয়?

উত্তর : পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদ নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। মহান আল্লাহ এসব নির্দিষ্ট নিয়মের সৃষ্টিকর্তা বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

দলগত কাজ

নির্দিষ্ট নিয়মে চলে এমন সৃষ্টিসমূহ যেমন— পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদির তালিকা তৈরির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে উপস্থাপন কর।

নির্দেশনা : নির্দিষ্ট নিয়মে মহান আল্লাহর চলমান সৃষ্টিসমূহের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে উপস্থাপন করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে তালিকাটি দেওয়া হলো।

উত্তর :

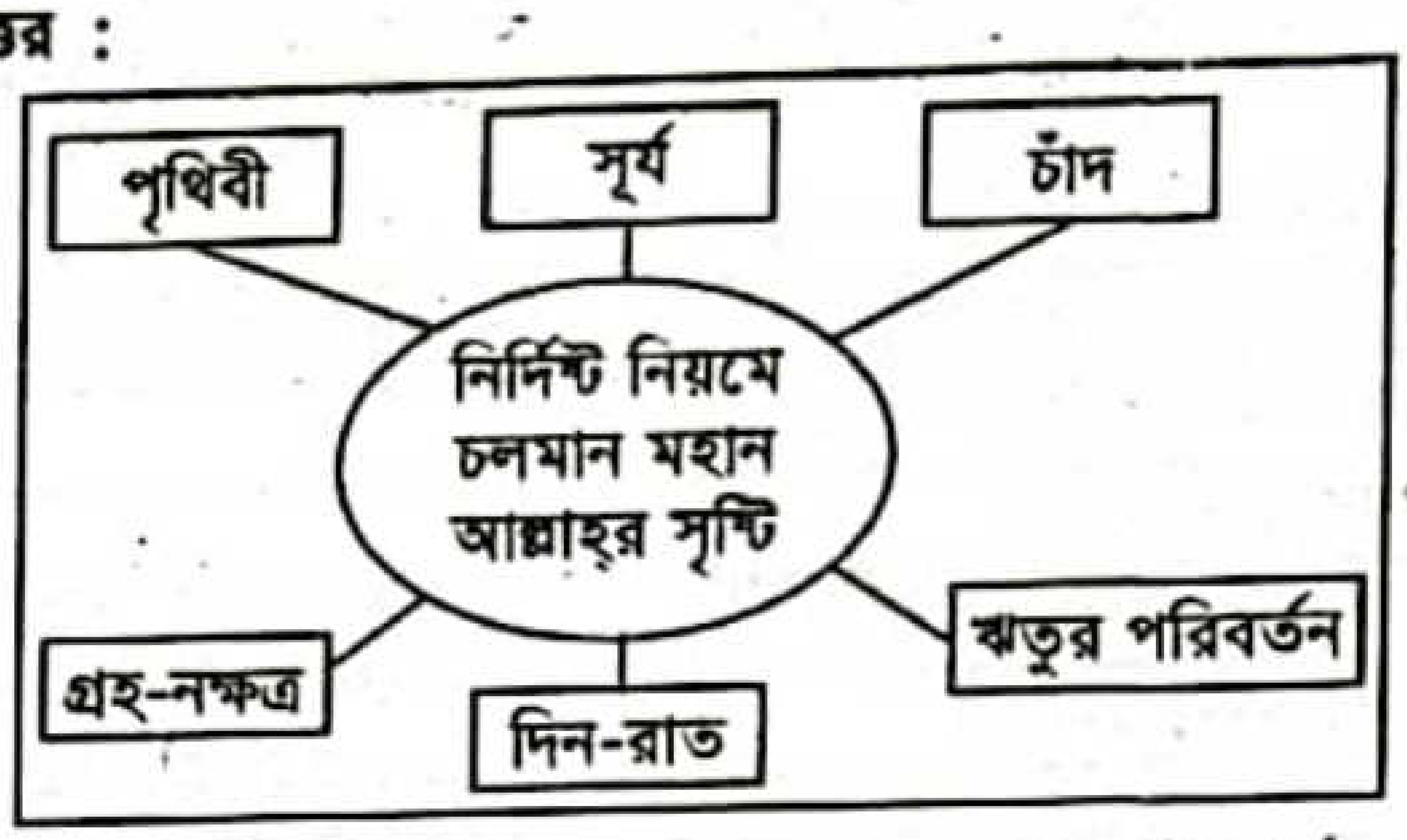

প্রশ্ন ৪। নির্দিষ্ট নিয়মে চলে এমন কোন কোন সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করলে তোমরা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পার?

উত্তর : নির্দিষ্ট নিয়মে চলমান এমন পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারি।

পাঠ ইমান এর পরিচয় ও ইমানে মুজমাল

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। ইমান কী?

উত্তর : ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস করাই হলো ইমান।

প্রশ্ন ২। আল্লাহর ওপর ইমান আনা সম্পর্কে তোমরা কী কী জান?

উত্তর : আল্লাহর ওপর ইমান আনা বলতে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন ৩। আল্লাহর ওপর ইমান আনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। সকল প্রশংসা ও ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। এজন্য আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৪। ইমানের মূল বিষয়গুলো কী।

উত্তর : ইমানের মূল বিষয় ৭টি। যথা—

১. মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।
২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস।
৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।
৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস।
৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস।
৬. ভাগ্যের ভালো-মন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস।
৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস।

দলগত কাজ

ইমানের পরিচয় ও মূল বিষয়সমূহ শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে ইমানের পরিচয় ও মূল বিষয়সমূহ শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে এ সম্পর্কে তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

উত্তর : ইমানের পরিচয় : ইমান আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো বিশ্বাস স্থাপন করা। মহান আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবি-রাসূল, আখিরাত এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হলো ইমান।

ইমানের মূল বিষয়সমূহ হলো—

ইমানের মূল বিষয়সমূহ

- আল্লাহর উপর বিশ্বাস
- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস
- তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস
- ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস
- আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস
- রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস
- আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

পাঠ ইবাদাতের পরিচয় ও ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। মহান আল্লাহর ইবাদাত সম্পর্কে কী জান?

উত্তর : মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর কথামতো কাজ করাকেই আল্লাহর ইবাদাত বলা হয়।

প্রশ্ন ২। তোমরা প্রতিদিন কী কী ইবাদাত করে থাক?

উত্তর : আমরা প্রতিদিন নামাজ পড়া, রোজা রাখা, সত্য কথা বলা, অসহায় গরিবদের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা ইত্যাদি ইবাদাত করে থাকি।

প্রশ্ন ৩। ইসলামের মৌলিক ইবাদাতগুলো কী কী?

উত্তর : ইসলামের মৌলিক ইবাদাতগুলো হলো ইমান আনয়ন করা, সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা, জাকাত দেওয়া এবং হজ্জ পালন করা।

প্রশ্ন ৪। তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কী কী ইবাদাত করতে দেখেছ?

উত্তর : পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, জাকাত দেওয়া, অসহায় গরিবদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি ইবাদাত করতে দেখেছি।

প্রশ্ন ৫। তোমাদের কোন কাজগুলোকে তোমাদের ইবাদাত মনে কর?

উত্তর : আমাদের লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, চলাফেরা করা ও ঘুমানো ইত্যাদি কাজগুলোকে ইবাদাত মনে করি।

দলগত কাজ

ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহের তালিকা তৈরি কর।

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহের তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে তালিকাটি দেওয়া হলো।

উত্তর : ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহ :

- ইমান
- সালাত
- সাওম
- হজ্জ
- জাকাত

পাঠ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমরা প্রতিদিন কী কী উপায়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে থাক?

উত্তর : আমরা প্রতিদিন ওজু ও গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে থাকি।

প্রশ্ন ২। তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কী কী উপায়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে দেখেছ?

উত্তর : আমাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের ওজু ও গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে দেখেছি।

দলগত কাজ

ওজু ও গোসলের প্রধান কাজগুলোর তালিকা তৈরি কর।

নির্দেশনা : পাঠ্যবই অনুসারে ওজু ও গোসলের প্রধান কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে তালিকাটি দেওয়া হলো।

উত্তর : ওজু ও গোসলের প্রধান কাজসমূহ :

◈ হাত ধোয়া	◈ কুলি করা	◈ নাকে পানি দেয়া
◈ মুখমন্ডল ধোয়া	◈ সারা শরীর ধোয়া	
◈ মাথা মাসেহ করা	◈ পা ধোয়া	

পাঠ সালাতের গুরুত্ব ও পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। সালাত আদায় করলে কী কী সুফল লাভ হয়?

উত্তর : সালাত আদায় করলে মানুষের মনে আল্লাহ তায়ালার ভয় সৃষ্টি হয়। এই ভয় দ্বারা মানুষ সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে, চরিত্রবান হয়। সালাত আদায় করলে মানুষ দুনিয়াতে মর্যাদা এবং আখিরাতে জান্নাত লাভ করে। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয়। এছাড়া সালাত ধনী-গরিবের বৈষম্য কমায়। এ কারণে গরিব ও অসহায় লোকেরা ধনীদের কাছে তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে পারে। ফলে ধনীরাও তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, সালাত সমাজে শান্তিময় পরিবেশ গড়ে তোলে।

প্রশ্ন ২। তোমরা কখনো নিজেরা সালাত আদায় করেছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করেছি।

প্রশ্ন ৩। তোমরা কাউকে সালাত আদায় করতে দেখেছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

প্রশ্ন ৪। সালাতে কী কী করতে হয়?

উত্তর : সালাত আদায়ের জন্য প্রথমে নিয়ত করে তাকবিরে তাহরিমা বাঁধতে হয়। তারপর সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো একটি সূরা মিলিয়ে পড়তে হয়। এরপর রুকু ও সিজদাহ্ করতে হয়। এছাড়া শেষ বৈঠকে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ও দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হয়।

প্রশ্ন ৫। দিনে কয়বার সালাত পড়তে হয়?

উত্তর : দিনে পাঁচবার সালাত পড়তে হয়।

দলগত কাজ

দৈনিক পাঁচবার কোন কোন সালাত আদায় করি? সেগুলোর নামসহ তালিকা তৈরি কর।

নির্দেশনা : দৈনিক পাঁচবার ভোরের সালাত, দুপুরের সালাত, বিকালের সালাত, সন্ধ্যার সালাত ও রাতের সালাত আদায় করি। দলগতভাবে আলোচনা করে এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নামগুলো তালিকায় লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম নিচে তালিকায় দেখানো হলো।

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম :

- ফজর
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- ইশা

পাঠ সানা ও তাসবিহ্

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। রুকু ও সিজদাহ্ করার সময় তোমরা যে সকল তাসবিহ্ পড় সেগুলো কী?

উত্তর : রুকু ও সিজদাহ্ করার সময় আমরা যেসকল তাসবিহ্ পড়ি সেগুলো হলো–

রুকুর তাসবিহ– সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।
অর্থ : আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।
সিজদাহর তাসবিহ– সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।
অর্থ : আমার সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

প্রশ্ন ২। তোমরা নিজেরা সালাতে দু'আ পড়েছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা নিজেরা সালাতে দু'আ পড়েছি।

প্রশ্ন ৩। পড়ে থাকলে কী কী দু'আ পড়েছ?

উত্তর : আমরা সালাতে বিভিন্ন দু'আ যেমন– সানা, সূরা ও তাসবিহ্ পড়েছি।

প্রশ্ন ৪। সালাতে কাউকে দু'আ পড়তে দেখছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে সালাতে দু'আ পড়তে দেখেছি।

পাঠ সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমরা কী নিজেরা সালাতে সূরা পড়েছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা নিজেরা সালাতে সূরা পড়েছি।

প্রশ্ন ২। পড়ে থাকলে কোন কোন সূরা পড়েছ?

উত্তর : আমরা সালাতে সূরা আল-ফাতিহা, সূরা আল-ক্বদর, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আন-নাস, সূরা আল-ফালাক, সূরা আন-নাস ইত্যাদি সূরা পাঠ করি।

প্রশ্ন ৩। সালাতে কাউকে সূরা পড়তে দেখেছ?

উত্তর : হ্যাঁ, সালাতে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে সূরা পড়তে দেখেছি।

প্রশ্ন ৪। যে সকল সূরা পড়েছে সেগুলোর নাম কী কী?

উত্তর : সালাতে যে সকল সূরা পড়েছে তা হলো সূরা আল-ফাতিহা, সূরা আল-ক্বদর, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আন-নাস, সূরা আল-ফালাক ইত্যাদি সূরা পাঠ করেছি।

পাঠ কুরআন তিলাওয়াত ও আরবি বর্ণমালার পরিচয়

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমরা আরবি বর্ণমালা সম্পর্কে পড়েছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা আরবি বর্ণমালা সম্পর্কে পড়েছি।

প্রশ্ন ২। পড়ে থাকলে আরবি বর্ণগুলো কী?

উত্তর :

ح	ج	ث	ت	ب	ا
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
ي		ء	ه	و	ن

পাঠ হরকত

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। আরবি বর্ণমালার হরকত কী?

উত্তর : আরবি বর্ণমালার স্বরচিহ্নগুলোকে হরকত বলা হয়।

প্রশ্ন ২। হরকত কয়টি ও কী?

উত্তর : হরকত তিনটি। যথা : যবর (ـَـ), যের (ـِـ) ও পেশ (ـُـ)।

পাঠ আসমানি কিতাব

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। আসমানি কিতাব বলতে কী বোঝানো হয়?

উত্তর : আসমানি কিতাব বলতে আল্লাহর বাণীর সমষ্টিকে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন ২। আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি কেন বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে?

উত্তর : আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া মুমিন হওয়া যাবে না। এজন্য আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

প্রশ্ন ৩। আসমানি কিতাবসমূহের মূল প্রতিপাদ্য কী?

উত্তর : আসমানি কিতাবসমূহের মূল প্রতিপাদ্য হলো মানবজাতিকে হেদায়াতের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করে ইহকালীন মুক্তি ও পরকালীন শান্তি লাভ করা।

পাঠ পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
উত্তর : আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম আল-কুরআন।

প্রশ্ন ২। এটি কোন নবির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে?
উত্তর : পবিত্র কুরআন শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন ৩। এতে কী কী জীবন বিধান রয়েছে?
উত্তর : পবিত্র কুরআনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রয়েছে।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

জোড়ায় কাজ মহান আল্লাহর ইবাদাত সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

পাঠ্যবইয়ের খালিঘর :

১	
২	
৩	
৪	
৫	

উত্তর :

১.	আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলি।
২.	রাসূলের নির্দেশিত পথে চলি।
৩.	সবসময় সত্য কথা বলি।
৪.	ফরয ইবাদাত সালাত, জাকাত, সাওম ও হজ্জ পালন করি।
৫.	সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি।

একক কাজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কখন কখন আদায় করতে হয় তা ছকে লিখি। কাজটি একাকী করি। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

ছক :

১. ফজর	
২. যোহর	
৩. আসর	
৪. মাগরিব	
৫. ইশা	

উত্তর : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে লিখবে। তোমাদের সুবিধার্থে নিচে কাজটি করে দেওয়া হলো।

১. ফজর	রাত শেষে পূর্ব আকাশে আলো দেখা দিলে ফজরের সালাত আদায় করতে হয়।
২. যোহর	দুপুরের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে যোহরের সালাত আদায় করতে হয়।
৩. আসর	যোহর শেষ হওয়ার পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের সালাত আদায় করতে হয়।
৪. মাগরিব	সূর্য ডোবার পর মাগরিবের সালাত আদায় করতে হয়।
৫. ইশা	ফজরের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত ইশার সালাতের সময় থাকে। তবে মধ্য রাতের পূর্বে ইশার সালাত আদায় করতে হয়।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। চাঁদ, সূর্য, তারকা নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়।
২। ইমান ফারসি শব্দ।
৩। ইবাদাতের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।
৪। ইসলামের মৌলিক বিষয় চারটি।
৫। মুসলমানদেরকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হয়।
৬। গোসলের প্রধান কাজ দুটি।
৭। পাঁচ বছর বয়সী সকল সুস্থ মুসলিমের ওপর সালাত আদায় করা ফরজ।
৮। ইমানের পর মুসলিমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো সালাত।
৯। পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী।
১০। সর্বমোট আসমানি কিতাবের সংখ্যা ১০৬টি।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। মিথ্যা; ৫। সত্য; ৬। মিথ্যা; ৭। মিথ্যা; ৮। সত্য; ৯। সত্য; ১০। মিথ্যা।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। মহান আল্লাহকে ভালোবেসে আমরা তাঁর — অনুশীলন করব।
২। ইমান — শব্দ।
৩। ইমানে মুজমাল হলো — সার-সংক্ষেপ।
৪। ইবাদাত শব্দের অর্থ —।
৫। আল্লাহর — অর্জন ইবাদাতের মূল লক্ষ্য।
৬। রোজাকে আরবিতে — বলে।
৭। হজ্জ অর্থ —।
৮। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে — পবিত্র করা হয়।
৯। ইমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত —।

১০। — সর্বপ্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।
১১। প্রতিদিন — সালাত আদায় করতে হয়।
১২। সানা পাঠ করা —।

উত্তরমালা : ১. ইবাদাত; ২. আরবি; ৩. ইমানের; ৪. আনুগত্য; ৫. সন্তুষ্টি; ৬. সাওম; ৭. ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা; ৮. সম্পদ; ৯. সালাত; ১০. সালাত; ১১. পাঁচবার; ১২. সুন্নত;

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলো।

প্রশ্ন ১। পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদ কার নির্দেশে নির্দিষ্ট নিয়মে চলে?
উত্তর : মহান আল্লাহর।
প্রশ্ন ২। ইমানের মূল বিষয় কয়টি?
উত্তর : সাতটি।
প্রশ্ন ৩। পবিত্র কুরআন কার বাণী?
উত্তর : মহান আল্লাহর।
প্রশ্ন ৪। ইবাদাতের মূল লক্ষ্য কী?
উত্তর : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।
প্রশ্ন ৫। জাকাত কাদের নিকট থেকে প্রাপ্য গরিবের হক?
উত্তর : ধনীদের।
প্রশ্ন ৬। গোসলের ফরয কাজ কয়টি?
উত্তর : তিনটি।
প্রশ্ন ৭। কত বছর বয়স থেকে নামায প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয?
উত্তর : সাত বছর।
প্রশ্ন ৮। সানা অর্থ কী?
উত্তর : প্রশংসা।
প্রশ্ন ৯। সূরা আল-ফালাকে কয়টি আয়াত আছে?
উত্তর : পাঁচটি।
প্রশ্ন ১০। সহিফার সংখ্যা মোট কতটি?
উত্তর : ১০০টি।

খ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর : সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১. **কার নির্ধারিত নিয়মে আমাদের সৃষ্টিজগৎ চলে?**
ক মহান আল্লাহর খ নবি-রাসূলদের
গ মানুষের ঘ সমাজের
উত্তর : ক মহান আল্লাহর।

২. **কার সন্তুষ্টি অর্জন আমাদের ইবাদাতের মূল লক্ষ্য?**
ক আল্লাহর খ মুহাম্মদ (স.)-এর
গ ফেরেশতাদের ঘ মানুষের
উত্তর : ক আল্লাহর।

৩. **ইসলামের মৌলিক বিষয় কয়টি?**
ক চারটি খ পাঁচটি
গ ছয়টি ঘ সাতটি
উত্তর : খ পাঁচটি।

৪. **সাওম বা রোজা পালন করা কী?**
ক ফরয খ নফল
গ ওয়াজিব ঘ সুন্নত
উত্তর : ক ফরয।

৫. **গোসলের ফরয কাজ কয়টি?**
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি
উত্তর : খ তিনটি।

৬. **আরবি বর্ণমালার মোট হরফ কয়টি?**
ক ২৮টি খ ২৯টি
গ ৩০টি ঘ ৩২টি
উত্তর : খ ২৯টি।

৭. **আরবিতে নুকতাযুক্ত বর্ণ কয়টি?**
ক ১৩টি খ ১৪টি
গ ১৫টি ঘ ১৬টি
উত্তর : গ ১৫টি।

৮. **আরবিতে নুকতাবিহীন বর্ণ কয়টি?**
ক ১৩টি খ ১৪টি
গ ১৫টি ঘ ১৬টি
উত্তর : খ ১৪টি।

৯. **আসমানি কিতাব মোট কতটি?**
ক ১০৪টি খ ১০৫টি
গ ১০৬টি ঘ ১০৭টি
উত্তর : ক ১০৪টি।

১০. **আল-কুরআন নাজিল হয় কার ওপর?**
ক হজরত মূসা (আ.) খ হজরত দাউদ (আ.)
গ হজরত ঈসা (আ.) ঘ হজরত মুহাম্মদ (স.)
উত্তর : ঘ হজরত মুহাম্মদ (স.)।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। মু'মিন বা বিশ্বাসী কাকে বলে?
উত্তর : যে ব্যক্তি ইসলামের মূল বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে মু'মিন বা বিশ্বাসী বলা হয়।
প্রশ্ন ২। ইবাদাত কী?
উত্তর : আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশিত যেকোনো কাজই ইবাদাত।
প্রশ্ন ৩। ইসলামের মৌলিক বিষয় কয়টি ও কী কী?
উত্তর : ইসলামের মৌলিক বিষয় পাঁচটি। যথা– ইমান, সালাত, সাওম, হজ্জ ও জাকাত।
প্রশ্ন ৪। সাওম কাকে বলে?
উত্তর : সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার খাওয়া-দাওয়া ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।
প্রশ্ন ৫। ওজুর প্রধান কাজ কয়টি ও কী কী?
উত্তর : ওজুর প্রধান কাজ চারটি। যথা– হাত ধোয়া, মুখমণ্ডল ধোয়া, মাথা মাসেহ করা ও পা ধোয়া।
প্রশ্ন ৬। গোসলের প্রধান কাজ কয়টি ও কী কী?
উত্তর : গোসলের প্রধান কাজ তিনটি। যথা– কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ও সারা শরীর ধোয়া।
প্রশ্ন ৭। প্রধান আসমানি কিতাব কয়টি ও কী কী?
উত্তর : প্রধান আসমানি কিতাব চারটি। যথা–তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও আল-কুরআন।

প্রশ্ন ৮। সহিফা কাকে বলে?

উত্তর : ছোটো আসমানি কিতাবগুলোকে সহিফা বলা হয়।

প্রশ্ন ৯। কাদের ওপর হজ্জ ফরজ?

উত্তর : আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর হজ্জ ফরজ।

প্রশ্ন ১০। কাদের ওপর সালাত আদায় করা ফরজ?

উত্তর : সাত বছরের বেশি বয়সী সকল সুস্থ মুসলিম নর-নারীর ওপর সালাত আদায় করা ফরজ।

লেখা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক মিলকরণ।

প্রশ্ন ১। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে এই	মহান আল্লাহ।
(খ) রাতের পরে	বসন্ত আসে।
(গ) গ্রীষ্মের পর	পৃথিবী চলে।
(ঘ) শীতের পর	দিন আসে।
(ঙ) আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য জগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন	বর্ষা আসে।
	হেমন্ত আসে।
	ফেরেশতাগণ।

উত্তর :

(ক) একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে এই **পৃথিবী চলে।**

(খ) রাতের পরে **দিন আসে।**

(গ) গ্রীষ্মের পর **বর্ষা আসে।**

(ঘ) শীতের পর **বসন্ত আসে।**

(ঙ) আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য জগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন **মহান আল্লাহ।**

প্রশ্ন ২। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) মুসলমানগণ প্রতিদিন	আযীম।
(খ) প্রতিদিন নির্দিষ্ট নিয়ম ও	দু'আ লিখতে হয়।
(গ) তাকবিরে তাহরিমা বলে	সময়ে সালাত আদায় করতে হয়।
(ঘ) সুবহানা রাব্বিয়াল	পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন।
(ঙ) সালাত আদায় করার জন্য কিছু	সালাত শুরু করতে হয়।
	হাকিম।
	নিয়ম মানতে হয়।

উত্তর :

(ক) মুসলমানগণ প্রতিদিন **পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন।**

(খ) প্রতিদিন নির্দিষ্ট নিয়ম ও **সময়ে সালাত আদায় করতে হয়।**

(গ) তাকবিরে তাহরিমা বলে **সালাত শুরু করতে হয়।**

(ঘ) সুবহানা রাব্বিয়াল **আযীম।**

(ঙ) সালাত আদায় করার জন্য কিছু **দু'আ লিখতে হয়।**

খ চিন্তা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। ইবাদাত কাকে বলে? আমরা ইবাদাত করব কেন? তুমি যেসব ইবাদাত কর তা হতে ৪টি উল্লেখ কর।

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স.)-এর নির্দেশমতো কাজ করাকে ইবাদাত বলে। আমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য ইবাদাত করব। আমি যেসব ইবাদাত করি তা হতে ৪টি বাক্য হলো—

১. সালাত আদায় করি।
২. কুরআন তিলাওয়াত করি।
৩. রোগীর সেবা করি।
৪. ইয়াতিম-মিসকিনকে সাহায্য করি।

প্রশ্ন ২। সালাত কেমন ইবাদত? নিয়মমতো সালাত আদায় করতে হয় কেন? সালাতের ৪টি নৈতিক উপকার লেখ।

উত্তর : সালাত একটি বড় ইবাদত। নিয়মমতো সালাত আদায় না করলে সালাত আদায় হবে না। তাই সালাত আদায়ে নিয়ম পালন করতে হয়। সালাতের ৪টি নৈতিক উপকার হলো—

১. মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়।
২. মানুষ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে।
৩. মানুষ চরিত্রবান হয়।
৪. মানুষ অন্যের দুঃখ-কষ্টে সহায়তায় এগিয়ে আসে।

প্রশ্ন ৩। আসমানি কিতাব কাকে বলে? বড়ো আসমানি কিতাব কতখানা ও কী কী?

উত্তর : কিতাব অর্থ বই বা পুস্তক। আর আসমানি কিতাব হলো আল্লাহর বাণীর সমষ্টি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, যেসব কিতাব আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়েতের জন্য দিকনির্দেশনাস্বরূপ রাসূলদের ওপর নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলে।

বড়ো আসমানি কিতাব চারখানা। যথা— ১. তাওরাত, ২. যাবুর, ৩. ইনজিল ও ৪. আল-কুরআন।

প্রশ্ন ৪। আসমানি কিতাব মোট কয়টি? এর মধ্যে বড়ো কয়টি ও ছোটো কয়টি? যাবুর কিতাব সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : আসমানি কিতাবের সংখ্যা মোট ১০৪টি। আসমানি কিতাবের মধ্যে চারটি বড়ো ও একশটি ছোটো। যাবুর কিতাব সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো—

১. চারখানা বড়ো কিতাবের মধ্যে যাবুর কিতাব একটি।
২. যাবুর কিতাব হজরত দাউদ (আ.)-এর ওপর নাজিল করা হয়েছে।
৩. দাউদ (আ.) মধুর কণ্ঠে যাবুর কিতাব পাঠ করতেন।
৪. আল-কুরআন নাজিল হওয়ার পর যাবুর কিতাবের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে।

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

শিক্ষার্থীর শিখন/পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষক/অভিভাবকগণ নিচের 'পাঠোত্তর মূল্যায়ন ও নির্দেশনা ছক' ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য স্থানে টিক (✓) চিহ্ন প্রদান করে অগ্রগতি যাচাই করবেন। কোনো শিখনযোগ্যতা/নির্দেশকের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে তা পুনরায় অনুশীলনের উদ্যোগ নিতে হবে।

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	শিখনযোগ্যতা/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
জ্ঞান	• মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছে ও বলতে পেরেছে			
	• ইমান, ইবাদাত, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সালাতের গুরুত্ব এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে জেনেছে ও বলতে পেরেছে			
	• কুরআন তিলাওয়াত ও আসমানি কিতাব সম্পর্কে জেনেছে ও বলতে পেরেছে			
দক্ষতা	• স্রষ্টার পরিচয় ও সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করেছে এবং বর্ণনা করতে পেরেছে			
	• পবিত্রতা অর্জনের উপায় ও সালাতের নিয়মাবলি জেনে সালাত আদায় করতে পেরেছে			
	• কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম জেনে তিলাওয়াত করতে পেরেছে			
দৃষ্টিভঙ্গি	• আনন্দের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করেছে			
	• দলে একে অপরকে সহযোগিতা করেছে এবং দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে			
	• জোড়ায় সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে এবং একে অপরকে সহযোগিতা করেছে			
মূল্যবোধ	• শ্রেণিকক্ষের নিয়ম মেনে চলেছে			
	• অন্যের মতামত ধৈর্য সহকারে শুনেছে			

ধারাবাহিক/শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ : ☐☐☐ **ধারাবাহিক মূল্যায়ন** সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কখন কখন আদায় করতে হয় তা লিখি। কাজটি একাকী করি।

১. ফজর	
২. যোহর	
৩. আসর	
৪. মাগরিব	
৫. ইশা	

২। রুকু ও সিজদাহ্র তাসবিহ্ পড়ি। নিচের বাক্স থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে সিজদাহ্র তাসবিহ্ লিখি। কাজটি একাকী করি।

সিজদাহ্র তাসবিহ্ : সুবহানা রাব্বিয়াল — আযীম / আ'লা

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

(ক) পবিত্র কুরআন কার বাণী?

(খ) জাকাত কাদের নিকট থেকে প্রাপ্য গরিবের হক?

(গ) গোসলের ফরয কাজ কয়টি?

উত্তরমালা

১। ১৬৫ পৃষ্ঠার একক কাজ দ্রষ্টব্য।

২। সিজদাহ্র তাসবিহ হলো– সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

৩। (ক) মহান আল্লাহর; (খ) ধনীদের; (গ) তিনটি।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐